নন্দীগ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী

বোর্ড-গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধীদের সুরক্ষায় নির্দেশ হাইকোর্টের

এই সময়: পঞ্চায়েত নির্বাচন ও ভোট-গণনার পর এ বার বোর্ড গঠন নিয়ে রাজনৈতিক কাজিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে করতে জেরবার হাইকোর্ট। ১০ ও ১১ অগস্ট রাজ্যের বহু পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের কথা। তা নিয়েও হাইকোর্টে দায়ের হচ্ছে পরের পর মামলা। কোথাও বিরোধীরা বোর্ড গঠনের জায়গায় পৌঁছে যাওয়ায় তাঁদের আটকানোর চেষ্টা, কোথাও বিরোধীদের ভাঙানোর চেষ্টা— সর্বত্রই মামলাকারীদের তিরে শাসকদল ও পুলিশ।

এই অবস্থায় নন্দীগ্রাম-১ ব্লকে পাঁচটি পঞ্চায়েতে ১০ অগস্ট বোর্ড গঠনের মিটিংয়ে বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। অভিযোগ, মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে সেখানে বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে বোর্ড গঠন আটকানোর চেষ্টা করছে। দুষ্কৃতীরাও বিজেপি প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরেও বোর্ড গঠনের সময়ে জয়ী বিরোধী প্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। মথুরাপুরে বিরোধী দলের জয়ী প্রার্থীদের কলকাতার পঞ্চসায়র থানা এলাকা থেকে অপহরণের পর তাঁদের উদ্ধার করা গেলেও অপহরণের অভিযোগে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। আদালতের নির্দেশ, বোর্ড গঠনের দিন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে পুলিশ। পঞ্চসায়র থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে হবে পুলিশকে। মুর্শিদাবাদের তেনকরাইপুর বালুমতি পঞ্চায়েতে সিপিএমের ১৫ জন জয়ী প্রার্থীকে নিরাপত্তা দিতেও পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। মুর্শিদাবাদেরই হেরামপুর পঞ্চায়েতে সিপিএমের ১২ জন জয়ী প্রার্থীর ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রানাঘাটের রঘুনাথপুর-হিজুলি এবং দেবগ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির ২৯ জন জয়ী প্রার্থীকেও নিরাপত্তার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত।

অন্য দিকে, জলপাইগুড়ির বেলাকোবা পঞ্চায়েতের এক বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা রায়কে অপহরণের অভিযোগের মামলায় তাঁকে খুঁজে আজ, বুধবার সকালে আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, বেলাকোবা পঞ্চায়েতে মোট আসন ২৯টি। বিজেপি পেয়েছে ১৫ আসন, ১২টি তৃণমূল, ২ জন নির্দল। বিজেপির বোর্ড গঠন আটকাতে ৩১ জুলাই পূর্ণিমাকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে আবার ভাঙড়ে ভোগালি পঞ্চায়েতে তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থীকে বোর্ড গঠনে ডেকেছিলেন বিডিও। সে নিয়ে মঙ্গলবার ভুল স্বীকার করে হাইকোর্টে হলফনামা দিতে হয়েছে বিডিও'কে।